

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, রবিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১৫ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-20 1 November 2026 ◆ Sunday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে দ্রুতগতির রেল করিডর

অসমে বুলেট ট্রেনের স্বপ্ন বাস্তবের পথে, হিমন্তের উদ্যোগে দিল্লির সঙ্গে দ্রুত সংযোগ

গুয়াহাটি : উত্তর ভারতের প্রস্তাবিত দ্রুতগতির রেল করিডর গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিল্লি থেকে গুয়াহাটি পৌঁছতে আট ঘণ্টারও কম সময় লাগতে পারে বলে দাবি তাঁর। এই সংযোগ উত্তর-পূর্বের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

রবিবার এক্সে দেওয়া পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক পরিকল্পনায় করিডরের শেষ গন্তব্য হিসেবে শিলিগুড়িকে রাখা হয়েছিল। গুয়াহাটিকে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আবেদন করেন। গত জুলাইয়ে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকেও বিষয়টি তুলে



ধরেন। তাঁর বক্তব্য, এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে করিডরটি উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রস্তাবে সম্মতি মিলেছে।

এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হিমন্ত। তাঁর মতে, দিল্লি-সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ গড়ে উঠলে অসমের ব্যবসায়িক পরিসর বাড়বে। উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ গতি পেতে পারে। যাতায়াতের ফলে পণ্য পরিবহণ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিমানে যাতায়াতের মতো দ্রুত অথচ সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হলে ব্যবসা ও জীবিকার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে। অসমে বুলেট ট্রেন চলার সম্ভাবনা একসময় কল্পনারও বাইরে ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, এই ভাবনা কখনও জনদাবি হিসেবেও উঠে আসেনি। এখন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। প্রস্তাবিত করিডরে দিল্লির সঙ্গে লখনউ, বারাণসী, পাটনা ও শিলিগুড়ির মতো শহরকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অসম পুলিশে বড়সড় রদবদল, গুয়াহাটির সেন্ট্রাল ডিসিপি মৃণাল ডেকা

গুয়াহাটি : অসম পুলিশে প্রশাসনিক রদবদল করল রাজ্য সরকার। মৃণাল ডেকাকে গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনারেটের সেন্ট্রাল ডিসিপি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০০৪ ব্যাচের এপিএস আধিকারিক ডেকা এর আগে ডেরগাঁওয়ের লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত শম্ভবী মিশ্রকে কাছাড়ের ষষ্ঠ অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট করা হয়েছে। ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট ড. প্রদীপ শইকিয়া হয়েছেন অসম পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট আইজিপি (প্রশাসন)। পৃথ্বীরাজ রাজখোয়াকে গুয়াহাটির অতিরিক্ত সেন্ট্রাল ডিসিপি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ভিকু এল আচুমিকে ২৮তম অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়েছে। পানবাজারের এসিপি পার্থ প্রতিমকে শিবসাগরে পাঠানো হয়েছে।

নিউটাউনে বৃহত্তম দীপাবলির আয়োজন, জ্বলবে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১টি প্রদীপ

কলকাতা : কালীপুজোকে ঘিরে এবার বড়সড় দীপাবলির আয়োজন করছে নিউটাউন সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটি। উদ্যোক্তাদের দাবি, ৮ ও ৯ নভেম্বর নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গনে আয়োজিত এই উৎসবে একসঙ্গে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১টি প্রদীপ জ্বালানো হবে, যা বাংলার বৃহত্তম দীপাবলি আয়োজন। এবারের আয়োজনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রাঙ্গনজুড়ে চলছে প্রস্তুতি, সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জার কাজ। কমিটির উদ্যোক্তা বরুণ বিশ্বাস জানান, ৮ নভেম্বর আড়ম্বরের সঙ্গে কালীপুজো হবে। পরদিন, ৯ নভেম্বর, আয়োজন করা হবে আতসবাজির প্রদর্শনী। পরিবেশবান্ধব বাজিও থাকবে সেখানে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে। উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির। উল্লেখ্য, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে 'সনাতনী' শব্দ ব্যবহারের আপত্তি এবং পুজোর অনুমতি নিয়ে প্রশাসনিক বাধার অভিযোগ তুলেছিল এই কমিটি।



দুই কুকি-জো যুবকের হত্যায় নেমচার নিন্দা, শান্তি ও সংযম বজায় রাখার আবেদন

ইম্ফল : মণিপুরে অপহরণের পর দুই কুকি-জো যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানালেন উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপজেন। নিহত পাউগিনলাল হাংশিং ও টিংগিনলুন চংলোইকে গত ২৮ অক্টোবর অপহরণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রবিবার তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়।

ঘটনাকে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক আখ্যা দিয়ে কিপজেন বলেন, দুই যুবকের নিরাপদে ফিরে আসার আশায় অপেক্ষায় থাকা পরিবার ও সম্প্রদায়ের কাছে এই মৃত্যু গভীর শোকের। তাফৌ কুকি গ্রামের শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

উপমুখ্যমন্ত্রী ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য



কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। তাঁর কথায়, পরিবারগুলি দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকারী।

একই সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যাতে হিংসা ছড়িয়ে না পড়ে, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক করেছেন কিপজেন। অশান্ত পরিস্থিতিতে সংযম বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, আরও রক্তপাত ও মানুষের দুর্ভোগ এড়াতে কোনও প্ররোচনামূলক পদক্ষেপ করা উচিত নয়।

বিলাস ইন গুলিকাণ্ড: অভিযুক্তের অস্ত্রের লাইসেন্স হাতে পেল এসআইটি, স্ত্রীকে তলব

গুয়াহাটি : গুয়াহাটির বিলাস ইন হোটেলে গুলিচালনায় পাঁচজনের মৃত্যু ও এক জন আহত হওয়ার ঘটনায় তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈয়ের পিস্তলের অস্ত্রের লাইসেন্স সংগ্রহ করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)। পাশাপাশি, রবিবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্ত্রী জুনমণি গগৈকে তলব করা হয়েছে।



তদন্তকারীরা তাঁকে পল্টনবাজার থানায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং মামলার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনের চাবি নিয়ে হাজির হতে বলেছেন। গুলিচালনার পরিস্থিতি ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তথ্য পেতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। হোটেলে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের যে পরিকল্পনা ছিল, আপাতত তা স্থগিত রেখেছে এসআইটি। তদন্তকারীরা এখন নথি সংগ্রহ, হাতে থাকা প্রমাণ পরীক্ষা এবং বিভিন্ন তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন। ঘটনায় ব্যবহৃত বলে অভিযোগ থাকা পিস্তলটির লাইসেন্সও তদন্তের অংশ হিসেবে খতিয়ে দেখা হবে।

উল্লেখ্য, হোটেলের গুলিচালনায় প্রাণ হারান মালিক হেলেনা ভরালি, তাঁর ছেলে দেবর্ষি কাশ্যপ, পুত্রবধূ রিঙ্কি কাশ্যপ, ভুদেব ভরালি এবং নারায়ণ দাস। আহত হোটেলের তত্ত্বাবধায়ক সত্যেন্দ্র পাঠক গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনায় অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ। হোটেলের লিজ ও ভাড়া সংক্রান্ত বিরোধের জেরে গুলিচালনা হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পরিবারের সদস্যরাও ঘটনার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ত্রিপুরার ২.২১ লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে পিএম-কিষানের ৪৪.২৪ কোটি টাকা

আগরতলা : প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের ২৪তম কিস্তিতে ত্রিপুরার ২ লক্ষ ২১ হাজার ২২০ জন কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৪.২৪ কোটি টাকা পাঠানো হচ্ছে। শুক্রবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠানে এ কথা জানান কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, প্রকল্পে যোগ্য কৃষক পরিবারকে বছরে ৬ হাজার টাকা তিন কিস্তিতে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। দেশজুড়ে প্রায় ৯.৫ কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে এবার ১৮ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। প্রকল্প চালুর পর থেকে দেশের ১১ কোটি কৃষক সুবিধা পেয়েছেন। ত্রিপুরায় এখনও পর্যন্ত ২.৮৫ লক্ষ কৃষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,০৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

জেলাভিত্তিক হিসাবে ১৯৪.৭৬ কোটি টাকা পেয়ে শীর্ষে উত্তর ত্রিপুরা। ১৭৫.৪৭ কোটি টাকা নিয়ে দ্বিতীয় গোমতী এবং ১৬৯.৪৪ কোটি টাকা পেয়ে তৃতীয় ধলাই।

অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ কৃষক যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ জন মহিলা ছিলেন। তফসিলি জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কৃষকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

রবিবার, ১৫ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

মহিলা আইনজীবীদের জন্য ন্যূনতম পরিসরও নেই কেন?

একটি দেশের বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব শুধু নাগরিকের অধিকার রক্ষা কিংবা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা নয়, নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সমতা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের পরিবেশ নিশ্চিত করা। অথচ ভারতের বহু আদালত চত্বরে মহিলা আইনজীবীদের জন্য শৌচাগার, বিশ্রামকক্ষ এবং ব্যক্তিগত পরিসরের অভাব অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলেছে। যে আদালতে নারীর নিরাপত্তা, সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বিচার হয়, সেই আদালতেই মহিলা আইনজীবীদের বিশ্রাম নেওয়া কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর মতো মৌলিক সুবিধা নেই। এই বৈপরীত্য বিচারব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আদালতগুলিতে মহিলা আইনজীবীদের জন্য পৃথক বার রুম এবং শৌচাগার নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছে। আদালত স্পষ্ট করেছে, মহিলা আইনজীবীর সংখ্যা কম হলেও তাঁদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের সংখ্যা কত, তার উপর এই অধিকারের নির্ভরতা থাকতে পারে না। প্রয়োজনীয় জমি ও অর্থের ব্যবস্থা করে পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। পৃথক বার রুম কোনও প্রশাসনিক দয়া বা ঐচ্ছিক সুবিধা নয়, এটি নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হল কেন? মহিলা আইনজীবীদের প্রয়োজন কি এতদিন গৌণ ছিল?

সমতার কথা বললেই সমান সুযোগ তৈরি হয় না। আইন পেশায় দীর্ঘ সময় আদালতে উপস্থিত থাকা, মামলার প্রস্তুতি, শুনানির অপেক্ষা এবং মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। জেলা ও তালুক আদালতে আইনজীবীদের দিনের অধিকাংশ সময় কাটে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্রামের জায়গা, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা কোনও বিলাসিতা নয়; এগুলি কর্মক্ষেত্রের ন্যূনতম শর্ত।

পুরুষ আইনজীবীদের জন্য যেখানে বার রুম বা সাধারণ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেখানে মহিলাদের জন্য সমতুল্য পরিসর না থাকা বৈষম্যের বাস্তব রূপ। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে তাঁদের আদালত চত্বরের বাইরে যেতে হয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টায় তা পেশাগত কাজের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে। পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা তাই অপরিহার্য।

আইন শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ ও বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে তাঁদের উপস্থিতি বেড়েছে। কিন্তু প্রবেশের সুযোগ তৈরি হলেই পেশাগত জীবনে সমান সুযোগ নিশ্চিত হয় না। পেশার শুরুতে একজন তরুণী আইনজীবীকে আইনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রতিকূল পরিকাঠামোর সঙ্গেও লড়তে হয়। আদালতে দীর্ঘ সময় কাটানোর উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে তাঁদের পেশাগত জীবন কঠিন হয়; কেউ কেউ পেশা ছাড়তেও পারেন। এতে বিচারক নিয়োগ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এই সুবিধা নিশ্চিত হলে শুধু বর্তমান মহিলা আইনজীবীরাই উপকৃত হবেন না, নতুন প্রজন্মের নারীরাও আইন পেশায় আসতে উৎসাহ পাবেন। আদালত চত্বরের নকশা ও বরাদ্দে তাঁদের প্রয়োজনকে শুরু থেকেই বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর মূল দায়িত্ব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির। অধস্তন আদালতের পরিকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, জমি চিহ্নিতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ শেষ করার দায়িত্ব প্রশাসনকেই নিতে হবে। শুধু কক্ষ নির্মাণ করলেই কাজ শেষ হবে না। সেগুলিতে জল, বিদ্যুৎ, আলো, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

হাইকোর্টগুলিকেও বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। সমস্যা চিহ্নিত করে সময়সীমা নির্ধারণ প্রয়োজন। বার অ্যাসোসিয়েশনগুলিরও মহিলা সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। তাঁদের অভিজ্ঞতাকেই পরিকল্পনার ভিত্তি করতে হবে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা যে সুবিধাগুলির, তার জন্য মহিলা আইনজীবীদের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা করতে হয়েছে। হলফনামা জমা দিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়। প্রতিটি জেলা ও তালুক আদালতে কী ব্যবস্থা তৈরি হল, তা যাচাই এবং বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি।

বিচারব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা শুধু তার রায় বা আইনি ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে না; নিজস্ব কর্মপরিবেশ কতটা ন্যায়সঙ্গত, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা আইনজীবীদের জন্য পৃথক বার রুম ও শৌচাগার কোনও বিশেষ অনুগ্রহ নয়, এটি তাঁদের পেশাগত অধিকার এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশের ন্যূনতম শর্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে দ্রুত কার্যকর করতে হবে।

আরব সাগর দিয়ে ভারতে মাদক পাচার: পাকিস্তান-সংযোগ, মাকরান উপকূল ও বদলে যাওয়া চোরাপথ

প্রশান্ত শ্রীবাস্তব

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: ভারতের মাদকবিরোধী লড়াই এখন শুধু স্থলসীমান্তে সীমাবদ্ধ নেই। পাঞ্জাব বা রাজস্থানের সীমান্ত পেরিয়ে মাদক প্রবেশের পাশাপাশি আরব সাগর ব্যবহার করে ভারতে হেরোইন ও কৃত্রিম মাদক পাচারের সামুদ্রিক নেটওয়ার্ক সক্রিয়। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরানকে ঘিরে থাকা ‘গোল্ডেন ক্রিসেন্ট’ অঞ্চল থেকে মাদক আসছে মাকরান উপকূল হয়ে। মাছ ধরার নৌকা, পণ্যবাহী জাহাজ কিংবা সমুদ্রের মাঝখানে এক নৌযান থেকে অন্য নৌযানে মাদক স্থানান্তর করে পাচারকারীরা ভারতীয় জলসীমার দিকে এগোচ্ছে। সাম্প্রতিক অভিযানে বিপুল মাদক উদ্ধারের ঘটনা সামুদ্রিক নিরাপত্তার সামনে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর লাক্ষাদ্বীপের কাছে ভারতীয় জলসীমায় বিপুল মাদক উদ্ধারের ঘটনা এই বিপদের ভয়াবহতা সামনে এনেছে। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, গুজরাটের সন্ত্রাসদমন শাখা এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযানে আরব সাগরে একটি ইরানি ধাঁচের পালতোলা নৌযান আটক করা হয়। লাক্ষাদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৬০ নটিক্যাল মাইল দূরে ভারতের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে নৌযানটি আটক হয়। সেখান থেকে প্রায় ৫২৬ কেজি হেরোইন ও মেথামফেটামিন উদ্ধার হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি। নৌযানে থাকা পাঁচ পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে টানা ১৬ দিন নজরদারির পর অভিযানটি সফল হয়। পরে নৌযান, ধৃত ব্যক্তি ও উদ্ধার হওয়া মাদক মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযানটি নিরাপত্তা সংস্থাগুলির বড় সাফল্য হলেও এর গুরুত্ব শুধু মাদক উদ্ধারে সীমাবদ্ধ নয়। ইরানি ধাঁচের নৌযানে পাঁচ পাকিস্তানি নাগরিকের উপস্থিতি একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। মাদক কোথা থেকে তোলা হয়েছিল? কারা চালানের অর্থ জুগিয়েছিল? নৌযানটির গতিবিধি কে নিয়ন্ত্রণ করছিল? ভারতে মাদক কার হাতে পৌঁছনোর কথা ছিল? নেটওয়ার্কের নির্দেশই বা কোথা থেকে আসছিল? উত্তরগুলি মিললেই পাচারচক্রের বিস্তার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারত মহাসাগর হয়ে মাদক পাচারের ক্ষেত্রে মাকরান উপকূল দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত। পাকিস্তান ও ইরানের বালুচিস্তান অঞ্চলের বিস্তীর্ণ উপকূল আরব সাগরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফলে আফগানিস্তানে উৎপাদিত মাদক সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে পাঠানোর জন্য এই অঞ্চলকে ব্যবহার করা তুলনামূলক সহজ। ভারতীয় সংস্থাগুলির একাধিক তদন্তে মাকরান উপকূলকে মাদক পাচারের উৎস অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থানান্তরকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২০২১ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার একটি মাছ ধরার নৌযান থেকে ৩৩৭ কেজি হেরোইন উদ্ধারের পর নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো জানিয়েছিল, মাদকগুলি মাকরান উপকূল থেকে সংগ্রহ করে সমুদ্রের মাঝখানে ওই নৌযানে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সংস্থার বক্তব্য ছিল, আফগানিস্তানের হেরোইন পাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসস্থল এই উপকূল। একই বছর গুজরাটের জাখাউ উপকূলের কাছে একটি পাকিস্তানি নৌকা আটক করে প্রায় ৩০ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছিল উপকূলরক্ষী বাহিনী। গ্রেফতার হন আট পাকিস্তানি নাগরিক। লাক্ষাদ্বীপের কাছে আগের আরেক অভিযানে প্রায় ৩০০ কেজি মাদক, পাঁচটি একে-৪৭ রাইফেল ও এক হাজার রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছিল। ওই চালানের উৎসও মাকরান উপকূল বলে সন্দেহ করা হয়।

গত কয়েক বছরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে একাধিক অভিযানে পাকিস্তানি নৌযান, নাগরিক এবং মাকরান উপকূলের যোগসূত্র সামনে এসেছে। ২০২৪ সালের মার্চে উপকূলরক্ষী বাহিনী, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো ও গুজরাট সন্ত্রাসদমন শাখার যৌথ অভিযানে পোরবন্দরের প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে একটি পাকিস্তানি নৌযান আটক হয়। সমুদ্র ও আকাশপথে নজরদারির ওই অভিযানে ছয়জনকে আটক করা হয়। উদ্ধার হয় প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা মূল্যের মাদক। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ ও ডর্নিয়ার বিমান মোতায়েন করা হয়েছিল। রাতে সন্দেহজনক নৌযানটির সন্ধান পাওয়ার পর সেটি পালানোর চেষ্টা করলেও ধাওয়া করে আটক করা হয়।

এর কয়েক সপ্তাহ পর, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে ফের একটি পাকিস্তানি নৌযান আটক করা হয়। ওই নৌযানে ১৪ জন ছিলেন। উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ৮৬ কেজি মাদক, যার আনুমানিক মূল্য ৬০০ কোটি টাকা। নৌযানটি পালানোর চেষ্টা করলে উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ ‘রাজরতন’ এবং অন্যান্য জাহাজ ও বিমানের সহায়তায় সেটিকে আটক করা হয়। এই ঘটনাগুলি ভারতের পশ্চিম সামুদ্রিক মাদক পাচারপথে পাকিস্তানি নাগরিক ও মাকরান উপকূলের উপস্থিতির ধারাবাহিকতা তুলে ধরে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি মাদক চালান সরাসরি পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। কিছু তদন্তে বড় মাদকচক্রের সঙ্গে পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের যোগসূত্র থাকার অভিযোগও উঠেছে। এই অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে মাদক পাচারের অর্থ সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধ কিংবা অবৈধ আর্থিক লেনদেনে ব্যবহারের আশঙ্কা থাকলে বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তবে তদন্ত বা বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এগুলিকে অভিযোগ হিসেবেই দেখা উচিত।

২৫ সেপ্টেম্বরের অভিযান হয়েছিল লাক্ষাদ্বীপের কাছে, গুজরাট উপকূল থেকে অনেক দূরে। মাদক সরাসরি নিকটবর্তী উপকূলে নামানোই পাচারকারীদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সমুদ্রের মাঝখানে চালান অন্য নৌযানে সরিয়ে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। সেখান থেকে কেরল, তামিলনাড়ু, শ্রীলঙ্কা কিংবা ভারত মহাসাগরের অন্য গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও থাকতে পারে। তবে নির্দিষ্ট রুটের বিষয়টি তদন্তে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভাবনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত।

২০২৩ সালের মে মাসে ‘অপারেশন সমুদ্রগুপ্ত’ দক্ষিণ সামুদ্রিক পথের বিপদের ইঙ্গিত দিয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী ও নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর যৌথ অভিযানে একটি বড় নৌযান থেকে আনুমানিক ২,৫০০ কেজি উচ্চমানের মেথামফেটামিন উদ্ধার করা হয়। এক সন্দেহভাজন পাকিস্তানি নাগরিককে আটক করা হয়। গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে নৌযানটির সম্ভাব্য গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঘটনাটি দেখায়, আরব সাগর, লাক্ষাদ্বীপ ও দক্ষিণ উপকূল একই মাদক পাচার করিডরের সংযুক্ত অংশ।

তবে সমুদ্রপথে মাদক পাচার রুখে দেওয়া সহজ কাজ নয়। আরব সাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি, নৌযানের পতাকা ও পরিচয় বদলের সুযোগ, সমুদ্রের মাঝখানে গোপন স্থানান্তর, নৌযানের শনাক্তকরণ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া এবং মাছ ধরার স্বাভাবিক কার্যকলাপের আড়ালে লুকিয়ে থাকার কৌশল;সব মিলিয়ে পাচারকারীদের শনাক্ত করা কঠিন। ফলে বিপুল মাদক উদ্ধারের সাফল্য যেমন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থার দক্ষতা প্রমাণ করে, তেমনই কতগুলি চালান নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, তার কোনও পূর্ণাঙ্গ হিসাব এই উদ্ধার অভিযান থেকে পাওয়া যায় না।

ভারতের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শুধু মাদকবোঝাই নৌযান আটক করা নয়, বরং গোটা পাচারচক্রকে ভেঙে দেওয়া। উপকূলরক্ষী বাহিনী, নৌবাহিনী, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, শুল্ক দফতর, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিভিন্ন রাজ্যের সন্ত্রাসদমন শাখার মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান আরও কার্যকর করতে হবে। উপগ্রহচিত্র, রেডার, বেতার তরঙ্গ শনাক্তকরণ, নৌযানের স্বয়ংক্রিয় পরিচয় ও অবস্থান ব্যবস্থার তথ্য এবং দীর্ঘক্ষণ আকাশে থাকতে সক্ষম চালকবিহীন নজরদারি ব্যবস্থা সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। নজর দিতে হবে বড় ‘মাদার শিপ’ এবং সমুদ্রের মাঝখানে মাদক স্থানান্তরের কেন্দ্রগুলির দিকে।

মণিপুরে গণবিক্ষোভ, কুকি গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি না বাড়ানো সহ আসাম রাইফেলস প্রত্যাহারের দাবি

ইম্ফল : মণিপুরে শান্তি ফেরানো ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবিতে ইম্ফলে পথে নামল নাগরিক সংগঠনগুলি। কুকি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি (এসওও) নবীকরণ না করা, সীমান্তের দায়িত্ব থেকে আসাম রাইফেলসকে সরানো এবং ১৯৫১-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) চালুর দাবিতে সমাবেশ থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপজেনকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের দাবি জানিয়ে, তা না মানলে সরকারকে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়।

ইম্ফলের থাউ গ্রাউন্ডে আয়োজিত এই সমাবেশের নেতৃত্বে ছিল কোঅর্ডিনেটিং কমিটি অন



মণিপুর ইন্টিগ্রিটি (কোকোমি), ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি) এবং কয়েকটি নাগরিক সংগঠন। আয়োজকদের দাবি, পাহাড় ও উপত্যকার মানুষের উদ্যোগেই এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ২০২৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকা এসওও চুক্তি আর বাড়ানো চলবে না। চুক্তির আওতাধীন শিবিরগুলি বন্ধ, সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির অস্ত্রের হিসাব এবং শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও ওঠে। মণিপুরের হিংসায় জড়িত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও তাদের নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'প্রক্সি যুদ্ধ' চালানোর অভিযোগও করেন আয়োজকেরা।

আন্তর্জাতিক সীমান্তে আসাম রাইফেলসের বদলে নিরপেক্ষ, পেশাদার ও জবাবদিহিমূলক বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানানো হয়। অনুপ্রবেশ, আন্তঃসীমান্ত সশস্ত্র চলাচল ও পাচার রুখতে নজরদারি বাড়ানোর প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ করে স্বচ্ছ ও যাচাইযোগ্য পদ্ধতিতে এনআরসি চালুর পাশাপাশি, ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে হিংসায় ঘরছাড়া সকলের নিরাপদ ও স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি ওঠে।

'জনতার কাছে মাথা নত করুন', মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে হুঁশিয়ারি গৌরব গগৈয়ের



নয়াদিল্লি : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নৈতিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁকে জনতার কাছে মাথা নত করার বার্তা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। শনিবার তিনি বলেন, জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত এই বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিজের দায়িত্ব স্বীকার করা উচিত। অন্যথায়, তাঁকে মাথা নত করতে বাধ্য করবেন দেশের মানুষ।

গগৈয়ের এই মন্তব্য ঘিরে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বিরোধী জোট ও নির্বাচন কমিশনের সংঘাত আরও তীব্র হল।

গগৈ বলেন, তএটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয়। আমার মতে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করা উচিত, জনতার সামনে মাথা নত করে নৈতিক দায় স্বীকার করা উচিত। অন্যথায়, মানুষ তাঁকে মাথা নত করতে বাধ্য করবে।দ

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং ভোটার তালিকা পরিচালনায় অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘাত চলছে। ইন্ডিয়া জোটের অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করছেন। তাঁকে পদ থেকে সরানোর দাবিও জানিয়েছে বিরোধী জোট।

সম্প্রতি ভোটার তালিকা এবং এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনার একাধিকবার আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পর বিতর্ক আরও বেড়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমেই নেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ কমিশনের নিয়মিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ারই অংশ বলে জানিয়েছে কমিশন।

এর আগেও নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন গৌরব গগৈ। জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিও তুলেছিলেন তিনি। তবে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগগুলি বিরোধীদের দাবি হিসেবেই রয়েছে। কমিশন সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মেঘালয়ের রাজনীতিতে নতুন জল্পনা, মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা ইউডিপির একমাত্র মন্ত্রী লিংডোর

শিলং : মেঘালয়ের রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা ছড়াল। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি (ইউডিপি)-র একমাত্র মন্ত্রী মেটবাহ লিংডো। শনিবার তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা।

শিলংয়ে দলের কার্যালয়ে ইউডিপির জরুরি বৈঠকের পরই মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন লিংডো। বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

লিংডোর ইস্তফার ফলে রাজ্যের শাসক জোটে ইউডিপির অবস্থান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কনরাড সাংমার সরকারের অন্যতম শরিক দল ইউডিপি। সেই দলের একমাত্র মন্ত্রীর পদত্যাগ রাজনৈতিক সমীকরণে কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

তবে ঠিক কী কারণে মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিংডো, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দলের অভ্যন্তরীণ আলোচনা নাকি বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের পুনর্মূল্যায়ন;কোন বিষয়টি তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে, তা নিয়ে মুখ খোলেনি ইউডিপি নেতৃত্ব।

এদিকে, লিংডোর পদত্যাগের পর শাসক জোটের সঙ্গে ইউডিপির সম্পর্কের কোনও পরিবর্তন হবে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দলটি সরকারে থাকবে, নাকি রাজনৈতিক অবস্থান পুনর্বিবেচনা করবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

আগামী দিনে ইউডিপি নেতৃত্বের পরবর্তী পদক্ষেপের উপরই নির্ভর করছে মেঘালয়ের রাজনীতিতে এই পদত্যাগের প্রভাব কতটা গভীর হবে।

ত্রিপুরায় পুরভোটের আগে বিরোধীদের নিশানা বিজেপির, আগরতলায় 'গণতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশ

আগরতলা: ত্রিপুরায় আসন্ন পুর নির্বাচনের আগে বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ তীব্র করল বিজেপি। শনিবার আগরতলায় 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো' শীর্ষক সমাবেশ থেকে কংগ্রেস, সিপিএম-সহ ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ও বিজেপি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।



বিরোধীরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর মানুষের আস্থা দুর্বল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির চেষ্টার অভিযোগও তোলেন বিজেপি নেতারা।

সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন, গণতন্ত্রে হিংসা, ভয় দেখানো কিংবা বলপ্রয়োগের কোনও জায়গা নেই। মানুষের রায় ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের কথা উল্লেখ করে তিনি ভোটাধিকার, আইনের চোখে সমান অধিকার এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি শ্রদ্ধার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিরোধীদের আক্রমণ করে সাহার অভিযোগ, নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। এ ধরনের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা দুর্বল করতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর পক্ষেও সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্ভুল এবং হালনাগাদ ভোটার তালিকা অত্যন্ত জরুরি।

বিজেপি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবও বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হন। জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (এনপিআর) এবং জনগণনা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের আপত্তির প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করেন তিনি।

মেঘালয়ে ছয় কৃষককে 'কৃষি গৌরব সম্মান'

ইটানগর : মেঘালয়ের কৃষি ও ঐতিহ্যবাহী ফসল সংরক্ষণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ছয় কৃষককে 'কৃষি গৌরব সম্মান ২০২৬' প্রদান করা হল। রি-ভয় জেলার উমিয়ামে সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির (সিএইউ) কলেজ অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন অ্যাগ্রিকালচারাল সায়েন্সেসে আয়োজিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসেম্বলি ২০২৬ অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়।

পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিম গারো হিলসের সাদোলপাড়া গ্রামের চেকজিং সাংমা। আধুনিক পদ্ধতিতে মিলেট বা শ্রীঅন্ন চাষের সূচনা এবং প্রসারের জন্য তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলসের খন্দুলি গ্রামের দারাপবিয়াং মুলিয়েহ মিলেটজাত পণ্যের মূল্য সংযোজনের প্রসারে এবং একই গ্রামের সিত্রিয়ান সুরং রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মিলেট সংরক্ষণের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন।

'লাকাডং লেডি অব মেঘালয়' নামে পরিচিত ট্রিনিটি সাইওকে দেশীয় লাকাডং হলুদ চাষের প্রসারে অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়েছে। তিনি পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলসের মুলিয়েহ গ্রামের বাসিন্দা। অন্য দুই প্রাপক হলেন রি-ভয় জেলার খাদনংনিয়াও গ্রামের জেমনুদ মারপান, যিনি দেশীয় ফসল ও কৃষিজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করেছেন, এবং মারংগরে মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্র্যাকটিস অধ্যাপক মিদাত এম বিনাউ। ঐতিহ্যবাহী মশলাজাত



ফসলকে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দিতে কৃষি উদ্যোগ গড়ার জন্য তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে দু'জনকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মন কি বাত'-এর ১৩৯তম পর্বে ঐতিহ্যবাহী মিলেট চাষ পুনরুজ্জীবিত ও প্রসারের কাজের জন্য উল্লেখ করেছিলেন।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের রূপান্তর: আদিবাসী জ্ঞান, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয়';এই বিষয়ে পূর্বোত্তর জনজাতি শিক্ষা সমিতি এবং সিএইউ-র কলেজটি যৌথভাবে সভার আয়োজন করে। বক্তব্যে সিএইউ উপাচার্য ড. অনুপম মিশ্র টেকসই কৃষির স্বার্থে দেশীয় জ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ের ওপর জোর দেন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীববৈচিত্র্য, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ভূমিকার কথা তুলে ধরে তিনি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি নথিবদ্ধ করা, মূল্য সংযোজন এবং গ্রামীণ জীবিকার জন্য গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগ গড়ার আহ্বান জানান।

জার্মানির ৩৪ শহরে জেন জি-র বিক্ষোভে হিংসা, দোকানপাটে লুটপাট ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ



বার্লিন : জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় চাপ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার প্রতিবাদে জার্মানির ৩৪টি শহরে শনিবার পথে নামলেন হাজার হাজার তরুণ। বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মিউনিখ-সহ বিভিন্ন শহরে শুরুতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ হলেও সন্ধ্যার পর কয়েকটি জায়গায় পরিস্থিতি হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। দোকানপাটে ভাঙচুর ও লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জলকামান, পেপার স্প্রে ও লাঠিচার্জ ব্যবহার করেছে পুলিশ। তবে হিংসার পিছনে কারা জড়িত, তা নিয়ে সরকারি সূত্র ও বিক্ষোভকারীদের বক্তব্যে মতভেদ রয়েছে।

আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। তাঁদের দাবি, সরকার তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট ভাবছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সরকারি পরিষেবার উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষত তরুণেরা চাপে পড়ছেন বলে তাঁদের বক্তব্য। 'জেন জি রেগেল্ট' সংগঠনের মুখপাত্র লিনা ফ্রিডরিখ বলেন, তাঁরা যুদ্ধ বা জোরজবরদস্তির পক্ষে নন; শান্তি ও স্বাধীনতার দাবিতেই সমবেত হয়েছেন। তাঁর মতে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি।

বিক্ষোভের আগে কর্মসূচির আয়োজকেরা তরুণদের সমস্যা সামনে আনার কথা বলেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশেও বাসস্থান, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং মৌলিক পরিষেবার খরচ সামলানো কঠিন হয়ে উঠছে। সেই চাপের প্রতিফলনই রাস্তায় দেখা গিয়েছে বলে মনে করছেন আন্দোলনকারীরা। তবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের নামে ভাঙচুর ও হামলার ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সন্ধ্যার পর ফ্রাঙ্কফুর্টে একাধিক দোকানে লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। হামবুর্গে ব্যারিকেডে আগুন ধরানো হয়। কোলন ও স্টুটগার্টে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। কয়েক জন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে পুলিশকে লক্ষ্য করে পেট্রল বোমা ছোড়ার অভিযোগও উঠেছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পুলিশ বিবৃতিতে জানিয়েছে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় হিংসা ছড়িয়েছে এবং জরুরি পরিষেবার কর্মীদের লক্ষ্য করে পেট্রল বোমা ছোড়া হচ্ছে। বাসিন্দাদের বিক্ষোভকবলিত এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জার্মান সরকারের একটি সূত্রের দাবি, প্রথমে শান্তিপূর্ণ থাকা কর্মসূচিতে পরে চরমপন্থী গোষ্ঠী ঢুকে উসকানি দেয় এবং তরুণদের ব্যবহার করে। তবে এই অভিযোগের পক্ষে বিস্তারিত প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীরা তাঁদের কর্মসূচিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবির প্রতিবাদ হিসেবেই তুলে ধরেছেন।

'জ্ঞানেশকে জেলে যেতে হবে', 'ভোটচুরির' অভিযোগে রণংদেহি রাহুল, পালটা বিজেপির



নয়াদিল্লি : দিল্লির রামলীলা ময়দান থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধের হুঙ্কার দিলেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। 'ভোটচুরি'র অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি নিশানা করে তাঁর হুঁশিয়ারি, শুধু ইস্তফা দিলেই হবে না, জেলে যেতে হবে তাঁকে। রাহুলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং ইভিএমে অনিয়মের মাধ্যমে একাধিক নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। তাঁর এই আক্রমণের পরই পালটা আসরে নামে বিজেপি। কংগ্রেসের সমাবেশকে 'সম্পূর্ণ সময়ের অপচয়' বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র।

সমাবেশে রাহুল বলেন, আমরা অহিংসাবাদী। নরেন্দ্র মোদি কিংবা অমিত শাহ আমাদের শত্রু নন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তুমি যেই হও, সংবিধানের থেকে বড় নও। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, দেশের প্রতি সাতজন ভোটারের মধ্যে একজনকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এনডিএর নির্বাচনী জয়কে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেন কংগ্রেস নেতা।

রাহুলের বক্তব্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ এবং ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র তিন শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকায় কারচুপি না হলে নরেন্দ্র মোদির ফের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হত না বলেও দাবি করেন তিনি। শুধু লোকসভা নির্বাচন নয়, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনেও একই কৌশলে বিজেপি জয়ী হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার পাশাপাশি ইভিএমেও কারচুপি করা হয়েছে।

দিওয়ালিতে ঘরে ফেরার সুযোগ ১৪৩ বন্দির, ১৫ দিনের প্যারোল ঘোষণা গুজরাট সরকারের

গান্ধীনগর : আলোর উৎসব দিওয়ালিতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছেন গুজরাটের ১৪৩ জন জেলবন্দি। উৎসব উপলক্ষে তাঁদের ১৫ দিনের বিশেষ প্যারোল মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। আগামী ৬ নভেম্বর ধনতেরাসের দিন তাঁরা জেল থেকে ছাড়া পাবেন। বিশেষ ছাড়ের তালিকায় রয়েছেন ৬০ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ এবং ৪০ বছরের বেশি বয়সি মহিলা বন্দিরা। ২০০৩ সাল থেকে গুজরাটে এই বিশেষ দিওয়ালি প্যারোল চালু রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী হরিশ সাংভি ইতিমধ্যে অনুমোদন দিয়েছেন। তবে খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক পাচারের মতো গুরুতর অপরাধে দোষী বন্দিরা এই সুবিধা পাবেন না।

'১০ মিনিটেই ধ্বংস', শান্তির প্রস্তাবের মধ্যেই ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি



ওয়াশিংটন : ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার সম্ভাবনার কথা সামনে এলেও তেহরানের বিরুদ্ধে সামরিক হুঁশিয়ারি জারি রাখলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার ফ্লোরিডায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, আমেরিকা চাইলে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ইরানের অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ধ্বংস করতে পারে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য হামলার লক্ষ্যবস্তুর তালিকা প্রকাশ্যে এনে ইরানের সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেইয়ের নামও সামনে এনেছেন তিনি। ফলে শান্তি আলোচনার উদ্যোগের মধ্যেই নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ট্রাম্পের বক্তব্য, ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও এক বা দুটি পরিকাঠামো অবশিষ্ট রয়েছে, যেগুলি আমেরিকা চাইলে ১০ মিনিটের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। ইরানের অন্যতম পারমাণবিক ঘাঁটি 'পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন'-এ হামলার সম্ভাবনার কথাও ইঙ্গিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও সম্ভাব্য হামলার দিনক্ষণ সম্পর্কে তিনি কোনও স্পষ্ট ঘোষণা করেননি।

গত কয়েক দিন ধরে ট্রাম্পের বক্তব্যে যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত মিলছিল। আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন। সেই কারণে আপাতত ইরানে নতুন করে হামলা চালানো হবে না বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু শনিবারের মন্তব্যে ফের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিনি। শান্তির বার্তার পাশাপাশি সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি দেওয়ায় ওয়াশিংটনের অবস্থান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

অন্যদিকে, শান্তি আলোচনার পথ খোলা রাখতে সম্প্রতি ইরানকে চিঠি পাঠিয়েছে আমেরিকা। ট্রাম্পের নির্দেশে তাঁর ডেপুটি জেডি ভ্যান্স ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মোহসেন রেজাইয়ের উদ্দেশে চিঠিটি পাঠান। শনিবার মধ্যস্থতাকারী কাতারের মাধ্যমে সেই চিঠি রেজাইয়ের কাছে পৌঁছয় বলে জানা গিয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিঠিতে তেহরানকে সরাসরি বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আলোচনার মূল বিষয় হিসেবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, চিঠিতে নির্দিষ্ট কোনও শান্তি শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়নি; বরং আলোচনার জন্য একটি কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নেতানিয়াহুর, ইজরায়েলে সরকার গঠনের অঙ্কে ইহুদি আবেগে শান



তেল আভিভ : ইজরায়েলের রাজনীতিতে ক্ষমতার সমীকরণ মেলানোর পাশাপাশি ফের যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু? ইরানের সঙ্গে সংঘাতের আগুন নতুন করে জ্বালাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন তিনি। সূত্রের খবর, তেহরানের বিরুদ্ধে ফের সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা নিয়ে দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

তেল আভিভ ও ওয়াশিংটনের একাংশের মতে, কূটনৈতিক আলোচনায় আর সমস্যা মেটার সম্ভাবনা নেই। ফলে সামরিক পদক্ষেপই হয়ে উঠতে পারে পরবর্তী বিকল্প। এমন পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্ষমতা ধরে রাখার অঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধের সমীকরণও জুড়ে যাচ্ছে নেতানিয়াহুর।

ইজরায়েলের সংসদীয় নির্বাচনে কোনও দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি এবং বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোটের শিবির, দুই পক্ষই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসনসংখ্যা থেকে দূরে। অন্যদিকে, আরব দলগুলি পেয়েছে ১৯টি আসন। সরকার গঠনের সমীকরণে তাই তাদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আরব দলগুলির সমর্থন নিতে নারাজ আইজেনকোট। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে নেতানিয়াহু ও আইজেনকোট হাত মেলাতে পারেন।

সিয়াং প্রকল্প : জাতীয় নিরাপত্তা, জলসুরক্ষা ও স্থানীয় উদ্বেগের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব?

চিনের ইয়ারলুং সাংপো নদীতে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা ভারতের সামনে নতুন কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াটের সিয়াং প্রকল্প সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু ভূমিকম্পের ঝুঁকি, পরিবেশের ভারসাম্য এবং স্থানীয় মানুষের আস্থা উপেক্ষা করে কি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব?

সিয়াং উপত্যকা: তিব্বতে উৎপত্তি হওয়া ইয়ারলুং সাংপো নদী যখন অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করে সিয়াং নামে পরিচিত হয়, তখন তার গতিপথের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ভারতের জলনিরাপত্তা, পরিবেশ এবং কৌশলগত স্বার্থ। নদীর উজানে অন্য একটি দেশের নেওয়া সিদ্ধান্ত যে ভাটির দেশের জীবন ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কা যথেষ্ট বাস্তব।

তিব্বতে ইয়ারলুং সাংপো নদীর উপর চিনের বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা তাই ভারতকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, উজানে নির্মিত পরিকাঠামো একদিন 'জলবোমা' হয়ে উঠতে পারে। এই আশঙ্কার বাস্তবতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মূল সমস্যাটি অস্বীকার করার উপায় নেই;ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার একটি বড় অংশ ভারতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফলে নদীর প্রবাহ, জলসম্পদ এবং সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম তথ্য ও প্রস্তুতি ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সিয়াং



আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্প (এসইউএমপি) বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি জল সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ঋতুভিত্তিক নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কৌশলগত সক্ষমতা বাড়াতেও এর সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু কোনও প্রকল্পের কৌশলগত গুরুত্ব থাকলেই যে সেটি বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করতে হবে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। বরং প্রকল্প যত বড় এবং সংবেদনশীল, তার সম্ভাব্য সুফল ও ঝুঁকি যাচাইয়ের প্রয়োজন তত বেশি।

এই জায়গাতেই সিয়াং ও আপার সিয়াং জেলার স্থানীয় মানুষের বিরোধিতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাক্-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বা প্রি-ফিজিবিলিটি রিপোর্ট (পিএফআর) তৈরির কাজ ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সম্পত্তি নষ্ট করার ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় সংগঠনগুলির মূল উদ্বেগ জমি, গ্রাম, জীবিকা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি ভূমিকম্পের ঝুঁকি নিয়ে। এই উদ্বেগকে উন্নয়নবিরোধী মনোভাব বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। হিমালয়ের অত্যন্ত সংবেদনশীল ভূপ্রকৃতিতে বসবাসকারী মানুষের কাছে বৃহৎ বাঁধের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। অতীতে বড় পরিকাঠামো প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাবও অনেক জায়গায় মানুষের আস্থাকে দুর্বল করেছে।

সিয়াং প্রকল্প নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে একটি মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি। প্রাক্-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কোনও প্রকল্প নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমোদন নয়। এর উদ্দেশ্য হল, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক দিক থেকে বাস্তবসম্মত কি না, তা প্রাথমিকভাবে যাচাই করা।

কিন্তু স্থানীয় মানুষের একাংশের কাছে সমীক্ষার কাজই যেন প্রকল্প নির্মাণের প্রথম ধাপ হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। ফলে যে প্রক্রিয়াটি তথ্য সংগ্রহ ও ঝুঁকি যাচাইয়ের কথা, সেটিই সংঘাতের কারণ হয়ে উঠেছে।

সরকারের সামনে এই পরিস্থিতি বদলানোর সুযোগ রয়েছে। পিএফআরের আওতায় ঠিক কী ধরনের সমীক্ষা হচ্ছে, কেন ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা ও মাটি খননের প্রয়োজন, কোন কোন ঝুঁকি যাচাই করা হচ্ছে এবং কোন সিদ্ধান্তগুলি এখনও চূড়ান্ত হয়নি;এসব বিষয় স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।

স্থানীয় মানুষকে আগেভাগে বোঝানোর চেষ্টা না করে যে প্রকল্পটি তাঁদের জন্য উপকারী, তার চেয়ে বেশি জরুরি হল তাঁদের এই নিশ্চয়তা দেওয়া যে প্রকল্পের সুফল ও ঝুঁকি;দুটিই নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। কোনও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব তথ্য প্রকাশ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে প্রকল্পের নকশা বদলানো বা পুনর্বিবেচনার সুযোগও থাকবে।

সিয়াং প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের নিরাপত্তা সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। অরুণাচল প্রদেশ হিমালয়ের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। ২০২৬ সালে সিয়াং অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূকম্পনও এই বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে সামনে এনেছে।

১১,২০০ মেগাওয়াটের মতো বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের ঝুঁকিকে পরিবেশ সমীক্ষার একটি সাধারণ অধ্যায় হিসেবে দেখলে চলবে না। প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা, বাঁধের নকশা, কাঠামোগত নিরাপত্তা, পাহাড়ের ঢালের স্থিতিশীলতা, ভূমিধসের আশঙ্কা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনা;প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভূমিকম্পের বিষয়টি শুরু থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ভারতের একা সব অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি তৈরি করার প্রয়োজন নেই। জাপানের অভিজ্ঞতা ভারতের কাজে লাগতে পারে। ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে জাপান কয়েক দশক ধরে ভূমিকম্প-সহনশীল পরিকাঠামো, বাঁধের নিরাপত্তা, ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ, আগাম সতর্কীকরণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা উন্নত করেছে।

ভারত ও জাপানের মধ্যে এ বিষয়ে আরও নিবিড় সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। সিয়াং অববাহিকায় উন্নত ভূকম্পন ও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নজরদারি ব্যবস্থা, বড় বাঁধের কাঠামোগত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভূমিধস পর্যবেক্ষণ, জরুরি সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং যৌথ মহড়া;এসব ক্ষেত্রে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

জাপানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো মানে ভারতের নিজস্ব আইন, প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান বা নিরাপত্তা বিধির বিকল্প তৈরি করা নয়। বরং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের নিজস্ব সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভূমিকম্পের ঝুঁকিকে প্রকল্পের নকশা তৈরির শুরু থেকেই বিবেচনা করতে হবে। প্রকল্পের মূল কাঠামো চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর নিরাপত্তার বিষয়টি যুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবে না। এই প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছভাবে চলছে, স্থানীয় মানুষকে তা বোঝানোও জরুরি।

ভারত-জাপান সহযোগিতার আরও একটি কৌশলগত দিক রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে দুই দেশের সম্পর্ক সাধারণত যোগাযোগ, পরিকাঠামো এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক সহযোগিতার প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়। কিন্তু দুর্যোগ মোকাবিলা ও ভূমিকম্প-সহনশীল পরিকাঠামো নির্মাণও এই সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে। সিয়াং প্রকল্প সেই সহযোগিতার একটি বাস্তব পরীক্ষাক্ষেত্র হতে পারে।

সিয়াং প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় স্থানীয় মানুষের ভূমিকা শুধু 'প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি' হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তাঁদের প্রকৃত অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। উন্নয়নের সুফল যাতে উপত্যকার মানুষের কাছেও পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

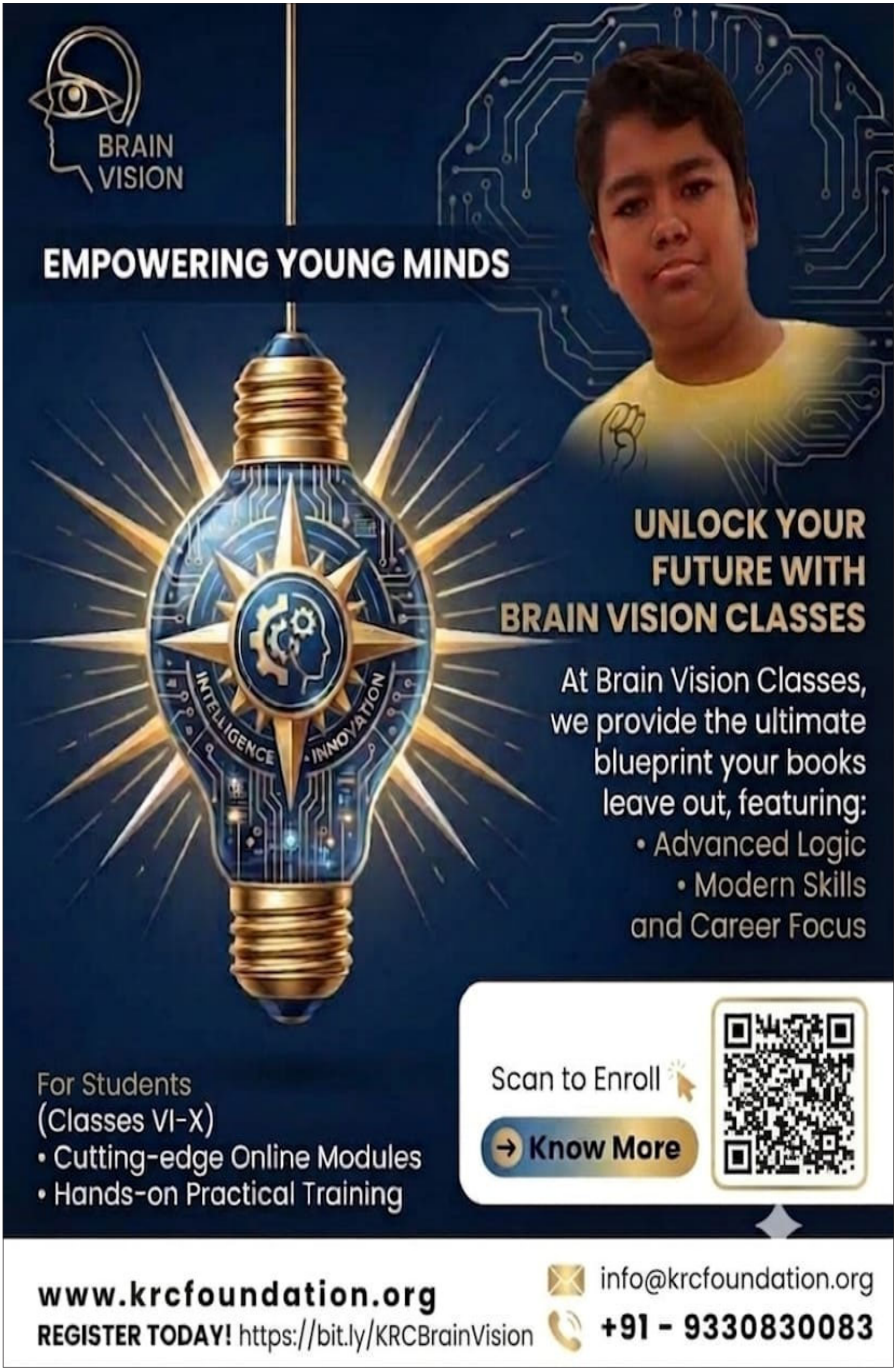
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard